JAN. 29 2004

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...১......

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মিছিল

-এস এম গোবি

আবার চাঙ্গা হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি

গিয়াস উদ্দিন রিমন

গৌরবময় ঐতিহ্যের পথ থেকে ছাত্ররাজনীতি সরে এসেছে অনেক আগেই। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য লেজুড়বৃত্তিই এখন ছাত্ররাজনীতি। ছাত্ররাই যেন ক্ষমতায় যাওয়ার হাতিয়ার। সরকারের পক্ষে আর বিপক্ষে বিভক্ত ছাত্ররা। সরকারের সব কাজের সমর্থন করে মিছিল-সভা করা আর সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্যাম্পাস-হল দখল করে রাখা সরকারপন্থী ছাত্রদের কাজ। সরকারবিরোধীরা সারাক্ষণই সরকারের বিরুদ্ধে। সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপের সমালোচনা করে সভা-সমাবেশ, মিছিল-ভাংচুর করাই তাদের কর্মসূচি। তারা যে কোনভাবেই হোক সরকারকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামাতে চায়। সরকার সমর্থক ছাত্ররা চায়, তাদের সরকার দীর্ঘজীবী হবে। এটাই এখন ছাত্ররাজনীতির প্রচলিত ধারা। সেই কারণেই সাধারণ ছাত্ররা ছাত্ররাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ওরা এখন আর মিছিলে যায় না, ক্যাম্পাসে-রাজপথে ছাত্রনেতাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনতে পছন্দ করে না। অপরাজেয় বাংলা বা মধুর ক্যান্টিনের সামনে যখন বক্তৃতা চলে তখন বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে আড্ডা দিতেই বেশি পছন্দ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সচেতন ছাত্রছাত্রীরা। কাউকে ক্ষমতায় বসানো, ক্ষমতায় রাখা বা ক্ষমতা থেকে উৎখাতের আহ্বান তাদের মাঝে এখন আর খুব একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে না, বরং যারা এসব করে তাদের সাধারণ ছাত্ররা নিজেদের প্রতিনিধি মনে করে না। কারণ তারা বেশিরভাগই ছাত্র নয়। ছাত্রদের স্বার্থ নিয়ে তারা কথা বলেন না, রাজনীতি করেন না, আন্দোলনের কর্মসূচি দেন না। ছাত্রবেতন-ফিস বাড়ানোর বিরুদ্ধে তাদের কর্মসূচি কই? আবাসিক সঙ্কট সমাধানের দাবিতে কি কখনও তারা মিছিল করে? ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধ করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে তারা তো কোন দাবি তোলে না। বরং তারাই অশান্ত করে রেখেছে ক্যাম্পাস। তাদের নোংরা রাজনীতির নামে দখলিকরণ,' ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। এক দল ব্যস্ত ক্যাম্পাস, হলে হলে নিজেদের দখল বজায় রাখতে। আরেক দলের কত চেষ্টা ওদের হটিয়ে নিজেরা দখল নিতে। তাদের ইচ্ছায় চলে ক্যাম্পাস, তারাই নিয়ন্ত্রণ করে হল। একজন ছাত্র হলে সিট পায় না, কিন্তু বহিরাগত সন্ত্রাসীদের স্থান হয় ঠিকই। একজন মেধাবী ছাত্রকে তার নামে বরাদ্দকৃত সিটে উঠতে বারবার ধরনা দিতে হয় ক্যাডারদের কাছে। সিট দিলে তারা বাধ্য তাদের সঙ্গে মিছিলে যেতে। না গেলে ভোগ করতে হয় চরম শাস্তি। তবু তাদের হলে থাকতে সব অপমান-যন্ত্রণা সহ্য করে। কারণ শুধু ছাত্রছাত্রীরা নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনও জিম্মি ছাত্রনেতা নামধারী মাস্তানদের হাতে। কখনও কখনও প্রশাসনই ওদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়। নিরীহ ছাত্রদের তখন কিই-বা করার থাকে।

ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করে না কোন ছাত্র সংগঠন। দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি করছে সবাই। তারা এখন কার্যত ছাত্রবিচ্ছিন্ন। সাধারণ ছাত্ররা তাই ওদের পছন্দ করে না।

ছাত্ররাজনীতি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ছাত্রসমাজের স্বার্থের কথা বলতে নয়, সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রাজপথের দখল নিতে তৎপর হয়ে উঠেছে সরকার সমর্থক ও বিরোধী দু'গ্রুপ। সরকারবিরোধী ছাত্র আন্দোলন পরিচালনায় গড়ে উঠেছে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতৃত্বে। বিপরীতে ছাত্রলীগ আরও শক্তি সঞ্চয় করছে। গত সপ্তাহে ছাত্রলীগ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পুনর্মিলনীর মাধ্যমে নেতা-কর্মীদের নতুন করে চাঙ্গা করেছে। ছাত্রদল প্রতিনিধি সভা ও পুনর্মিলনীর মাধ্যমে সারাদেশের নেতা-কর্মীদের জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। এর আগে ছাত্রদলকে নতুন করে সংগঠিত সংগঠনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ছাত্রদলের সঙ্গে ছাত্রঐক্যে সমবেত হয়েছে জাতীয় ছাত্রসমাজ, ছাত্র শিবির, ছাত্র মজলিস, জাগপা ছাত্রলীগ, গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগ ও প্রগতিশীল ছাত্রদল। তারা দীর্ঘদিনেও সরকারবিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। কারণ ছাত্রদল ছাড়া এ ছাত্রজোটের বেশিরভাগ সংগঠনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেতে পারে না। নামসর্বস্ব সংগঠনগুলোর আন্দোলন করার মতো জনশক্তিও নেই। ছাত্রদলের সঙ্গে এদের যোগাযোগও নেই। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে ছাত্রদের মাঝে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে। '৯৬-৯৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো দখল করার পর থেকে তারা অসহনীয় নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে ছাত্রদের ওপর। তাদের কারণে অন্য ছাত্রসংগঠনগুলো কার্যক্রম চালাতে পারছে না হলে হলে। অন্য সংগঠনের কর্মী হলে তার স্থান হয় না হলে। রাতের অন্ধকারে মারধর করে তাকে বের করে দেয়া হয়। তাই যারাই যাক আর যারাই আসুক, সে নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই ছাত্রছাত্রীদের। তারা মেনেই নিয়েছে এসব দুঃখ-যন্ত্রণা তাদের সইতেই হবে। সেই কারণেই আজকাল সরকারের পক্ষে কিংবা সরকারবিরোধী কোন মিছিলেই সাধারণ ছাত্রদের অংশগ্রহণ নেই। নতুন করে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলন এখনও ছাত্রসমাজকে কোন আশা দেখাতে পারেনি। তাদের ভয়, ছাত্রলীগ আর ছাত্রঐক্য কবে মুখোমুখি হয়ে আবার তাদের শিক্ষাজীবনকে বিষিয়ে তুলবে।

ছাত্রলীগ' সভাপতি বাহাদুর ব্যাপারী বলছেন, ছাত্ররা লেখাপড়া শিখবে, এটি তাদের প্রধান কাজ। পাশাপাশি ছাত্রদের দেশ গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে। তবে তিনি স্বীকার করেন, ছাত্ররাজনীতি এখন নীতি-নৈতিকতা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। মেধাবী ছাত্রদের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই ছাত্ররাজনীতি ফিরে পেতে পারে এর গৌরবোজ্জ্বল ধারা। 'কিন্তু মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতিতে ক্রমেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন'– একথা স্বীকার করেছেন ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মঞ্জুর-ই-এলাহী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস মঞ্জুর-ই-এলাহী বলেন, অস্ত্রনির্ভর সন্ত্রাসী ধারার ছাত্ররাজনীতির পরিবর্তে ছাত্রসমাজের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার আদায়ের কর্মসূচি নিয়ে ছাত্ররাজনীতি করতে হবে। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে, তারা শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চায়।